Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীদের মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোহসিনা জামান মহিমা

রোলঃ 216022295

২ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীদের মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোহসিনা জামান মহিমা

রোলঃ 216022295

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ইসলামে নারীদের মর্যাদা” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোহসিনা জামান মহিমা, আইডিঃ 216022295 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামে নারীদের মর্যাদা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Mohima

(স্বাক্ষর)

মোহসিনা জামান মহিমা

আইডিঃ 216022295

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২ জুন, ২০২৪ ইং

সূচীপত্র

ভূমিকা..6

জাহেলি যুগে নারীদের অবস্থান..7

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :..8

মা হিসেবে নারীর মর্যাদা 9

বোন হিসেবে নারীর মর্যাদা :..10

কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার :..11

স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা :...12

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী 14

হিন্দু ধর্মে :..14

বৌদ্ধ ধর্মে :..14

ইহুদী ধর্মে :...15

খৃষ্টান ধর্মে :...15

চীন সভ্যতায় :..15

গ্রীক সভ্যতায় : 16

রোম সভ্যতায় :...16

ইসলামের শত্রুরা নারীর ইজ্জত - সম্মান হরন করে কি চায় 16

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা :..................................19

(ক) বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :.............................19

(খ) স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :...................20

(গ) স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :.......................................21

(ঘ) মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :..................................21

(ঙ) সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :................................22

উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর অধিকার :...22
বাবার সম্পদে নারীর অধিকার:..23
দাদার সম্পদে নারীর অধিকার :..23
স্বামীর সম্পদে নারীর অধিকার:..24
ভাইয়ের সম্পদে নারীর অধিকার:..24
সন্তানের সম্পদে নারীর অধিকার:...24
ইসলামে নারীদের পর্দার গুরুত্ব :...25
প্রথমত :..27
দ্বিতীয়ত :..28

ভূমিকা

ইসলামপূর্ব যুগে নারীদেরকে সামাজিকভাবে অত্যন্ত হেয় ও লাঞ্ছিত করা হতো। তৎকালীন আরবে নারীদের ভোগ্য সামগ্রী মনে করা হতো। তারা ছিল পুরুষদের দাসী মাত্র। তাদের সাথে একজন দাস-দাসীর সাথে যে আচরণ করা হয়, তার চেয়েও নিকৃষ্ট আচরণ করা হতো। কন্যা সন্তানদের জীবন্ত দাফনপ্রথা প্রসিদ্ধ ছিল। পরিবারের কর্তা ইচ্ছা করলে নারীকে ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর করতে পারত।

নারী তার আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বা মীরাসের অধিকারিণী হতো না; বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন; কোনো জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোনো স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হতো, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার এতটুকু অধিকার তাদের ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেভাবে খুশী, যেখানে খুশী ব্যবহার করতে পারবে। তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না।

এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোনো কোনো এলাকায় এমন ছিল যারা নারীর মানবসত্তাকেই স্বীকার করত না।

মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার আনীত ধর্মই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছে। নারীর অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরয করেছে। দিয়েছে সমাজে নারীদের পরিপূর্ণ মর্যাদা।

জাহেলি যুগে নারীদের অবস্থান

জাহেলি যুগে নারীরা ভোগ্য পণ্য ও দাসী হিসেবে বিক্রি হত। পিতা বা স্বামীর উত্তরাধিকার, দেনমোহর এমন কোন অধিকারই তাদের ছিল না সেই সময়। স্বামীরা ইচ্ছেমত বিয়ে ও তালাক দিতে পারতো। কন্যা ও স্ত্রীর উপর চলত বর্বর নির্যাতন। সেসময় পিতার মৃত্যুর পর সত্ত্বা পুত্রের কাছে কোন সম্মান পেতনা, স্বামী মারা গেলে অসহায় স্ত্রীর সম্পদ দখল করে নিতো স্বামীর চাচাতো ভাইয়েরা।

হাদীসে এসেছে যে, 'আউস ইবনে সাবিত (রাঃ) স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক নাবালেগ ছেলে রেখে মারা যান। প্রাচীন আরবীয় নীতি অনুযায়ী দুই চাচাতো ভাই সব সম্পত্তি দখল করে নিল। সাবিত (রাঃ)র স্ত্রী সেই দুই ভাইকে তাদের কন্যাদের কে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে তারা বিয়ে করতে অস্বীকার করে।

জাহেলি যুগে কন্যা সন্তানদেও জীবন্ত পুতে ফেলা হতো। এ বিষয়ে সতর্ক করে মহাগ্রন্থ'।

আল কুরআনে এসেছে

"দরিদ্র বা লজ্জার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করোনা। তাদের জীবিকা আমিই যোগাবো, আর তোমাদের জীবিকাও। জেনে রাখ সন্তান হত্যা করা অপরাধ।

" মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন _

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمۡ بِالۡاُنۡثٰی ظَلَّ وَجۡهُهٗ مُسۡوَدًّا وَّ هُوَ کَظِیۡمٌ
یَتَوَارٰی مِنَ الۡقَوۡمِ مِنۡ سُوۡٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَیُمۡسِکُهٗ عَلٰی هُوۡنٍ اَمۡ یَدُسُّهٗ فِی التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا یَحۡکُمُوۡنَ ﴿۵۹﴾

তাদেরকে কন্যা সন্তান এর সুসংবাদ দেওয়া হয় তাদের মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সে দুঃখে লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে ভাবে অপমান সহ্য করে একে রাখবে নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। জেনে রেখো তাদের ফয়সালা অতি নিকৃষ্ট।” (সূরা নাহল ৫৮-৫৯)।

ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

মর্যাদা অর্থ- গৌরব, সম্ভ্রম, সম্মান, মূল্য ইত্যাদি। আর নারীর মর্যাদা বলতে নারীর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারকে বুঝায়। আর অধিকার অর্থ প্রাপ্য, পাওনা ইত্যাদি। কারো অধিকার প্রদানের অর্থ হচ্ছে তার প্রাপ্য বা পাওনা যথাযথভাবে প্রদান করা।

আর এ প্রাপ্য বা পাওনা বলতে তার অধিকারের স্বীকৃতি, কর্তব্যের সঠিক বিশ্লেষণ ও সামাজিক জীবনে তার অবদানের যথার্থ মূল্যায়নই বুঝানো হয়।

সুতরাং নারী অধিকার বলতে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল ক্ষেত্রে নারীর যথার্থ মূল্যায়নকেই বুঝানো হয়।

অতএব যদি কারো ন্যায্য অধিকার স্বীকার না করা হয়, অথবা তার কর্তব্যে বাধা দান বা তার সামর্থ্যের অধিক কোন দায়িত্ব-কর্তব্য তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা তার অবদান সমূহের সঠিক মূল্যায়ন না করা হয়, তাহ’লে তার অধিকার ও মর্যাদা খর্ব করা হবে এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে।

আর যখন তার অধিকার সমূহ স্বীকার করা হয়, তার সামর্থ্য অনুসারে তাকে দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করার পূর্ণ সুযোগ দান করা হয় এবং সামাজিক জীবনে তার অবদান সমূহের মূল্যায়ন করা হয়, তখন তার উপযুক্ত মর্যাদা দান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

মা হিসেবে নারীর মর্যাদা

ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে মা হিসেবে। পৃথিবীর আর কোনো ধর্ম বা মতবাদে নারীকে মা হিসেবে এত মর্যাদা ও ইযযত দেওয়া হয়নি।

কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ

أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

('আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। (মায়ের জন্য বেশি দিয়েছি) কারণ, তার মা জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে' *(আল-আহক্বাফ, ৪৬/১৫)*।

আয়াতের শুরুতে পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য হলো, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরী।

গর্ভধারণের সময়ের কষ্ট, প্রসববেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাকেই সহ্য করতে হয়। পক্ষান্তরে পিতাকে এসবের কিছুই সহ্য করতে হয় না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানের উপর মাতার হক্ব বেশি রেখেছেন।

হাদীছে এসেছে,

আবূ হুরায়রা রযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সাহচর্যে আমার সদাচার পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারী কে? তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি বললেন, তারপর কে? তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি আবারো জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার বাবা'।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার বাবা, তারপর তোমার নিকট আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব'।

বোন হিসেবে নারীর মর্যাদা :

ইসলাম যেমনিভাবে মা হিসেবে নারীর মর্যাদা দিয়েছে, তেমনিভাবে বোন হিসেবেও নারীর মর্যাদা দিয়েছে। এমনকি পিতার সম্পত্তি থেকেও তার জন্য অংশ নির্ধারণ করেছে।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

لاَ يَكُونُ لأَحَدٍ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَيَتَّقِى اللَّهَ فِيهِنَّ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ,
إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'যার তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে, অথবা দুটি মেয়ে অথবা দুটি বোন আছে, সে তাদের (অধিকার) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করলে এবং তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করলে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত আছে'।

কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার :

ইসলামপূর্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের মূর্খ লোকেরা কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়াকে পাপ বা অভিশাপ মনে করত বিধায় কোনো পরিবারে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে সে কন্যা সন্তান জীবন্ত পুঁতে দিত। কিন্তু ইসলাম নারীকে কন্যা হিসেবে যে সম্মান আর মর্যাদা দিয়েছে, ইতিহাসে এর তুলনাই হয় না।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন

مَنِ ابْتُلِىَ بِشَىْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ,

'যে ব্যক্তি তার মেয়ে সন্তানদের জন্য কোনো রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয় (বিপদগ্রস্ত হয়), সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধরলে তার জন্য তারা জাহান্নাম হতে আবরণ (প্রতিবন্ধক) হবে'।

স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা :

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দু'টি বস্তু রয়েছে, যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব, সংগঠন ও উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, অপরটি হচ্ছে সম্পদ। যদি এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্যের উপর রাখা যায় তখনই এগুলোর দ্বারা দুনিয়ার সবচাইতে বড় বড় কল্যাণের আশা করা যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন,﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ 'তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ' *(আল-বাক্বারা, ২/১৮৭)*। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'উত্তম স্ত্রী সৌভাগ্যের পরিচায়ক'।

তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম'।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

'তোমরা নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ তাআলা অনেক কল্যাণ রেখেছেন' *(আন-নিসা, ৪/১৯)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,﴿

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

(‘পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার আছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী’ *(আল-বাক্বারা, ২/২২৮)*।

কুরআনুল কারীমে ‘নিসা’ তথা মহিলা শিরোনামে নারীর অধিকার ও কর্তব্যসংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র সূরা রয়েছে। এছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং হাদীছে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। ইসলাম নিশ্চিত করেছে নারীর ন্যায্য অধিকার।

ইসলাম নারীকে ক্ষেত্রবিশেষ পুরুষদের চেয়েও বেশি অধিকার দিয়েছে। অর্থসম্পদের দিক থেকে ইসলাম নারীকে যে নিশ্চয়তা দিয়েছে তা বলতে গেলে প্রয়োজনেরও অধিক। কারণ, মীরাছ হিসাবে নারী তার ভাইয়ের অর্ধেকের অংশীদার। অথচ পিতা-মাতার পরিবারের কাউকে লালনপালনের দায়িত্ব তার নেই।

অন্যদিকে ভাই পরের মেয়েকে বিবাহ করে ঘরে আনবে। ওই মেয়ের সকল দায়দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে। পিতা-মাতার দায়িত্বও তার উপর। কিন্তু নারীর সম্পদ হস্তক্ষেপ করার কারও অধিকার নেই। এগুলো তার একমাত্র নিজস্ব।

কুরআনুল কারীমে তাই বর্ণনা করা হয়েছে, (وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) ‘আর নারীরা তাই পাবে যা তারা অর্জন করবে’ *(আন-নিসা, ৪/৩২)*।

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থান নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

হিন্দু ধর্মে :

নারীদেরকে বলী দেওয়া হ'ত এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হ'ত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে, There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharpedge of the razor she is verily all there in a body.

অর্থাৎ 'নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট'।[1] নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে, Men should not love their অর্থাৎ 'নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়'।

বৌদ্ধ ধর্মে :

বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হ'ত। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক বলেন, Woman are of all the snares which the tempter has spead for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blined the mind of the world.

অর্থাৎ ‘মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়’।

ইহুদী ধর্মে :

এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ঠ পুরুষও শতগুণে ভাল’। তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করেছে।

খৃষ্টান ধর্মে :

খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। সপ্তদশ শতাব্দীতে ‘কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ’-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'Woman has no soul' ‘নারীর কোন আত্মা নেই’।

চীন সভ্যতায় :

চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, ‘মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই’।

গ্রীক সভ্যতায় :

বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, 'Woman is the greates source of chaose and disruption in the world' ‘নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস’।

রোম সভ্যতায় :

রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।

ইসলামের শত্রুরা নারীর ইজ্জত - সম্মান হরন করে কি চায়

সন্দেহ নেই, ইসলামের শত্রু বরং মানব জাতির শত্রু কাফির, মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত নারীর ইজ্জত, সম্মান ও নিরাপত্তা তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। কারণ এসব কাফির ও মুনাফিকরা চায় নারীরা দুর্বল ঈমান ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের শিকার করা বস্তু ও ধ্বংসের হাতিয়ার হোক। আর তাদের সমাজের নারীদের থেকে তারা নিজেরা প্রবৃত্তি পূর্ণ করে নিয়েছে সন্দেহ নেই।

বস্তুত যেসব মুসলিমদের অন্তরে রোগ ও ব্যাধি রয়েছে, তারা চায় নারীরা তাদের প্রবৃত্তি পূরণ ও শয়তানি কর্ম-কাণ্ডে সস্তাপণ্য হোক। তাদের সামনে উন্মুক্ত পণ্য হয়ে থাক, যেন তার সৌন্দর্য দেখে তারা মুগ্ধ হয় অথবা তার থেকে আরো ঘৃণিত উদ্দেশ্য হাসিল করতে সক্ষম হয়।

এ জন্য তারা প্রলুব্ধ করে যেন কাজের জন্য নারী ঘর থেকে বের হয় ও তাদের পাশা-পাশি কাজ করে অথবা নার্স সেজে পুরুষদের সেবা দেয় অথবা বিমান বালা হয় অথবা সহশিক্ষায় ছাত্রী কিংবা শিক্ষিকা হয়। অথবা সিনেমায় অভিনেত্রী ও গায়িকা হয় অথবা

বিভিন্ন মিডিয়ার বিজ্ঞাপনে মডেল হয়। উন্মুক্ত ঘোরাফেরা এবং কণ্ঠ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ফেতনার জন্ম দেয়। ম্যাগাজিনগুলো অধিক প্রচার ও বাজার হাসিল করার উদ্দেশ্যে উলঙ্গ-আবেদনময়ী নারীদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে।

কতক অসাধু ব্যবসায়ী তাদের পণ্য প্রচারের জন্য এসব ছবিকে হাতিয়ার হিসেবে নিয়েছে, তাদের উৎপাদিত পণ্য ও শো-রোমসমূহে এসব ছবি তারা সাঁটিয়ে দেয়। এ জাতীয় পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ডের কারণে অধিকাংশ নারী তাদের ঘরের প্রকৃত দায়িত্ব ত্যাগ করেছে, যে কারণে তাদের স্বামীরা ঘর গুছানো ও সন্তান লালন-পালন করার জন্য বাধ্য হয়ে বাহির থেকে খাদ্দামাহ ও সেবিকা ভাড়া করছে, যা অনেক ফিতনা ও অনিষ্টের জন্ম দিচ্ছে দিন দিন।

স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতির পাশ্চাত্য ধারণার সাথে নারীবাদী আন্দোলনের সম্পর্কটা সুস্পষ্ট। ফেমিনিস্টদের দাবির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যায়। তাদের প্রতিটি দাবির পেছনেই এই বিশ্বাসগুলো কাজ করে।

নারীবাদ সৃষ্টির পেছনে ইউরোপের বর্বরতার ইতিহাস থাকলেও পাশ্চাত্য বিশ্বাসই এটাকে স্বতন্ত্র মতবাদ কিংবা ইজমে রূপান্তরিত করেছে। ইউরোপের খ্রিষ্টানসমাজে নারী নির্যাতনের ইতিহাস অনেক পুরোনো।

খ্রিষ্টানসমাজের নারীরা এই নিপীড়নমূলক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিজেদের বিকৃত ধর্মে এর সমাধান খোঁজে। সেখানে কোনো সমাধানের অস্তিত্ব তারা পায়নি। নিজেদের মূল্যায়ন ও উল্লেখযোগ্য কোনো অধিকারেরও সন্ধান পায়নি তারা খ্রিষ্টধর্মে।

তখন তারা মুক্তির জন্য পাশ্চাত্যের ঘোষিত মূলনীতি বেছে নেয়। গ্রহণ করে পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা, সমতা আর উন্নতির বস্তাপচা ধারণা। নারী তোমার উপর থাকতে পারবে না কারো কর্তৃত্ব, তুমি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তোমার কারো প্রয়োজন নেই। স্বামী, সন্তান, পরিবার সবই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বিষয়। নারীবাদীদের এমন স্লোগানের মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য স্বাধীনতার দর্শন। কি ধর্ম, কি পরিবার আর কি সমাজ, কারো বেঁধে দেওয়া ভালো-মন্দে নারী বিশ্বাসী হতে পারে না। সে যা ভালো মনে করবে, তা-ই করবে।

নারী যখন এই পাশ্চাত্য স্বাধীনতাকে গ্রহণ করতে চাইবে তখন ঘরে অবস্থান, পরিবার পরিচালনা, পুরুষের অভিভাবকত্ব গ্রহণের মতো আল্লাহপ্রদত্ত বিষয়গুলো পরাধীনতা কিংবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বোঝাই মনে হবে। পর্দার বিধানকে সে শেকল আর বস্তাবন্দি বলে আখ্যায়িত করবে। আর এভাবেই সে আল্লাহপ্রদত্ত কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে পাশ্চাত্যের দাসত্বে প্রবেশ করে আর নিজেকে স্বাধীন ভাবতে শুরু করে।

নারীবাদীরা তাদের নিজস্ব প্রকৃতি ছেড়ে পুরুষের প্রকৃতি গ্রহণ করতে চায়। নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্জন করে পুরুষের অনুকরণ করতে চায়। এখানে কোনো স্বকীয়তা নেই, নেই কোনো অনন্যতা। একজন নারীবাদী নারী তার স্বামীকে খদ্দেরের চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারে না, যেখানে কারেন্সি বা বিনিময়ই মুখ্য। প্রেম, ভালোবাসা, মমতা ও দায়িত্ববোধের সেখানে কোনো বালাই নেই।

তাদের সকল সমস্যা নারীর আল্লাহপ্রদত্ত মাতৃত্ববোধের সাথে। পরিবারকে খুশি রাখা, সংসারের প্রতি মনোযোগী হওয়া, সন্তান প্রতিপালন করার ব্যাপারে সিরিয়াস থাকাই তাদের কাছে পরাধীনতা; অথচ এগুলো নারীর সহজাত ভূমিকা।

তাদের কাছে একজন নারীর স্বাধীনতা হলো নগদ বিনিময় প্রাপ্তি, এমনকি যদি তা হয় দেহসর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেও। নারীবাদ হলো চরম ভোগবাদী চিন্তাভাবনা। মেকআপ, ড্রেসিং, ইনকাম, দেহ আর বিচরণ স্বাধীনতার মাঝেই আটকে আছে তাদের পরিচয়। তারা মনে করে এগুলো করতে পারাই একজন নারীর সফলতা!এভাবে তারা নারীর স্বাধীনতার নামে নারীর ইজ্জত হরন করে চলছে।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকা :

মানব সৃষ্টির প্রথম দিকে আল্লাহ তা‘আলা আদি পিতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর সহধর্মিনী হিসাবে তাঁরই বাম পাঁজরের একটি হাড় হ’তে আদি মাতা হাওয়া (আঃ)-কে সৃজন করেন। অতঃপর তাঁদের হ’তে অসংখ্য নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্মান দিয়েছেন, পুরুষের থেকে নারীকে ভিন্ন ভাবে দেখেননি।

বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের সমমর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক মর্যাদা দান করেছেন।

ইসলাম নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার, অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতঃ নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর যে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হ’ল-

(ক) বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন,[৪:৩] আন নিসা

وَإِن خِفتُم أَلّا تُقسِطوا فِي اليَتامى فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِن خِفتُم أَلّا تَعدِلوا فَواحِدَةً أَو ما مَلَكَت أَيمانُكُم ذٰلِكَ أَدنى أَلّا تَعولوا

আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দু’টি, তিনটি

অথবা চারটি। আর যদি ভয় কর যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা যুলম করবে না।

(খ) স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পসন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাত্রস্থ করা হ'ত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হ'তে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ 'হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করাতে বাধা প্রদান করো না' *(বাক্বারাহ ২৩২)*।

হাদীছে এরশাদ হয়েছে,

عِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন,

হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, তার নীরবতাই সম্মতি'।

(গ) স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

ইসলাম পারিবারিক জীবনে নারীকে দিয়েছে তার ন্যায্য অধিকার। সংসার জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক।

কোন একজনের একক প্রচেষ্টায় সংসার জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن ‘তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক’ *(বাক্বারাহ ১৮৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদের কাছে উত্তম’।

শুধু তাই নয় নবী করীম (ছাঃ) তাঁর বৈবাহিক জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার কিভাবে প্রদান করতে হবে। আর স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْف ‘তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো’ *(নিসা ১৯)*।

(ঘ) মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা :

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة ,

‘তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে’ *(নিসা ৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ‘যে শর্তটি পূরণ করা সবচেয়ে যরূরী তাহ’ল ঐ শর্ত- যা দ্বারা তোমরা (স্ত্রীর) লজ্জাস্থান হালাল করো’। অর্থাৎ ‘মোহর’।

(ঙ) সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান :

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর শারীরিক কষ্টের বিষয়টি খেয়াল রেখে ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন,

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

‘হে রাসূল (ছাঃ)! লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের স্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অশুচি জনিত কষ্টদায়ক বিষয়। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালীন মহিলাদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাক। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটে যেও না। যখন তারা (সম্পূর্ণরূপে) পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে হুকুম করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন’ *(বাক্বারাহ ২২২)*।

উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর অধিকার :

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা নারীর সম্পদের অধিকার নিয়ে বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানের বিষয়ে আদেশ দিচ্ছেন। (তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদে)

এক ছেলের অংশ দুই মেয়ের অংশের সমান। আর যদি সন্তান শুধুই মেয়ে হয়, তাহলে তারা একাধিক হলে পুরো সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। যদি এক মেয়ে থাকে, তাহলে সে পাবে পূর্ণ সম্পদের অর্ধেক।' [সূরা নিসা, আয়াত: ১১]

কুরআন ও হাদিসে উল্লেখিত ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় উত্তারাধিকার আইন একটি বৈষম্যহীন ইনসাফভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা। শুধু মাত্র ইসলামই নারীর জন্য পরিষ্কার ভাষায় পিতার সম্পত্তির অধিকার সুনিশ্চিত করেছে।

বাবার সম্পদে নারীর অধিকার:

মৃত ব্যক্তির শুধু একজন কন্যা থাকলে ১/২ পাবে। ২ বা ততধিক কন্যা হলে ২/৩ অংশ (সম্মিলিত) পাবে যদি পুত্র না থাকে। যদি 'পুত্র এবং কন্যা' উভয়ই থাকে তখন ২:১ হারে বা 'প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ' পাবে। শুধু একজন পুত্র থাকে সম্পূর্ণ সম্পদ পাবে।

দাদার সম্পদে নারীর অধিকার :

বাবা না থাকলে, দাদার সম্পদের অংশ নারী পায়। মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ- ১৯৬১-এর ধারা ৪ অনুযায়ী "কোন ব্যক্তির দাদার মৃত্যুর পূর্বে যদি পিতা মারা যায় তবে ঐ ব্যক্তি (নারী/পুরুষ) তার পিতা জীবিত থাকলে যে অংশ পেত, সেই

অংশই পাবে।" এক্ষেত্রে দেখা যায় কন্যা পুত্রের সমান অংশ পাচ্ছে কারণ সে পিতা যা পেত, তাই পায়। এছাড়াও, শরিয়া আইন অনুযায়ী, দাদার মৃত্যুর আগে পিতা মারা গেলে নাতি বঞ্চিত হয়। কিন্তু, পুত্রের কন্যা (নাতনি) (মৃতের অন্য কোনো পুত্র বা দুই কন্যার অবর্তমানে) অংশ পায়।

স্বামীর সম্পদে নারীর অধিকার:

স্ত্রীর স্বামী মারা গেলে তার সম্পদের ১/৮ পায়, যদি সন্তান বা পুত্রের সন্তান থাকে। আর সন্তান বা পুত্রের সন্তান না থাকেলে ১/4 পায়। এছাড়াও, বিয়ের সময় স্বামীর নিকট থেকে দেনমোহর এবং বিয়ের পর ভরণপোষণ (খাওয়া-দাওয়া, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বসবাসের সুবিধা এবং সঙ্গ প্রদান) পাওয়ার অধিকারী।

ভাইয়ের সম্পদে নারীর অধিকার:

ভাইয়ের মৃত্যুর পর (পিতা, পুত্র বা পৌত্রের অবর্তমানে) সহোদর বোন একজন থাকলে অবস্থাভেদে সমস্ত সম্পদের ১/২ অংশ পায়। সহোদর বোনদের সমপর্যায়ে তাদের ভাই থাকলে তারা আসাবা হয়ে যাবে এবং 'একজন পুরুষ দুজন নারীর সমান' (২:১) নিয়মানুযায়ী অংশ পাবে। মৃত ব্যক্তির কন্যাদের সঙ্গে কিংবা পুত্রের কন্যার সঙ্গে সহোদরা বোন আসাবা হিসেবে অবশিষ্ট অংশ পায়।

সন্তানের সম্পদে নারীর অধিকার:

সন্তান মারা গেলে মা উক্ত মৃত সন্তানের সম্পদ থেকে কখনও বঞ্চিত হয় না। যেমন, মৃত ব্যক্তির সন্তান (ছেলে-মেয়ে) কিংবা পুত্রের সন্তান (নাতি-নাতনি) বা যেকোনো ধরনের দুই বা ততধিক ভাই-বোন বর্তমান থাকলে, মাতা মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পদের

১/৬ অংশ পাবেন। উল্লিখিত কেউ না থাকলে ১/৩ অংশ। আর মৃতের পিতা, স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে মাতা জীবিত থাকলে, স্বামী/স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদের ১/৩ অংশ পাবেন (শর্ত হচ্ছে, মাতার সঙ্গে পিতা জীবিত থাকতে হবে)।

ইসলামে নারীদের পর্দার গুরুত্ব :

পর্দা বলতে কি বোঝায় এবং পর্দার গুরুত্ব কি তা অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয়। পর্দা বলতে অনেকে অবরোধ বোঝেন। তাঁরা ভাবেন যে, পর্দা করার অর্থ হলো, মুসলিম মহিলা নিজেকে গৃহের মধ্যে আটকে রাখবেন, কোন প্রয়োজনে তিনি বাইরে বেরোতে পারবেন না, পরিবারের বা সমাজের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অপরদিকে কেউ কেউ মনে করেন যে, পর্দা নিজের কাছে বা নিজের মনে, পর্দার জন্য বিশেষ কোন বিধান বা বিশেষ কোন পোষাক নেই।

এ বিষয়ে আলেম বা প্রচারকদের মতামতকে তাঁরা ধর্মান্ধতা বা বাড়াবাড়ি বলে মনে করেন। কেউ বা মনে করেন যে, পর্দা করা ভাল, তবে বেপর্দা চলাফেরা কোন পাপ বা অপরাধ নয় বা কঠিক কোন অপরাধ নয়।

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও রাসূলুলাহ (জ)-এর শিক্ষার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, পর্দা ইসলামে ব্যপক অর্থ বহন করে। পবিত্র সামাজিক পরিবেশে সুন্দর

আন্তরিক স্নেহ-মমতা-ভালবাসাপূর্ণ পরিবার গঠনে ইসলামের বিভিন্ন বিধানাবলী সমষ্টিকেই মূলত এককথায় "পর্দা-ব্যবস্থা" বলা হয়। এর বিভিন্ন দিক রয়েছে, যেমন:

১) সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটতে পারে এরূপ সকল কথা বা কর্ম থেকে বিরত থাকা।

২) অশীলতার প্রচার বা প্রসার মূলক কাজে লিপ্তদেকে শাস্তি প্রদান।

৩) সন্তানদেরকে পবিত্রতা ও সততার উপর প্রতিপালন করা এবং অশীলতার প্ররোচক বা অহেতুক সুড়সুড়ি মূলক সকল কর্ম, কথা বা দৃশ্য থেকে তাদেরকে দূরে রাখা।

৪) কারো আবাসগৃহে বা বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের ব্যবস্থা এবং বিনা অনুমতিতে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা।

৫) নারী ও পুরুষের শালীনতা পূর্ণ পোষাক পরিধান করা।

৬) নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করা।

৭) সঠিক সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদেরকে বিবাহ দেওয়া।

৮) দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রথমত :

পোষাকের শালীনতা :

ইসলাম নারী পুরুষ উভয়কেই শালীন পোষাক পরতে নির্দেশ দেয়। নারীদের ক্ষেত্রে পোষাকের ব্যাপকতা বেশী। যেখানে পুরুষদের জন্য ফরজ বা অত্যাবশকীয় যে তারা নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত শরীরটুকু ঢেকে রাখবেন, বাকী অংশ ঢেকে রাখা সামাজিকতা ও শালীনতার অংশ, ফরজ নয়। অপরদিকে মহিলাদের জন্য আল্লাহ পুরো শরীর আবৃত করা ফরজ বা অত্যাবশ্যকীয়

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন কারীমে মহিলাদেরকে পর্দা করতে এবং গৃহে অবস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পদাহীনতা, সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং পুরুষের সাথে কথা বলার সময় কণ্ঠস্বর কোমল ও আকর্ষণীয় করতে নিষেধ করেছেন, যেন তারা সকল অশান্তি, অকল্যাণ ও ফিতনার কারণসমূহ থেকে দুরে থাকতে পারেন। আল্লাহ বলেছেন:

يا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَه .ُ

"হে নবী পত্নীগণ, তোমরা অন্যান্য নারীদের মত নও! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পর পুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় কণ্ঠে কথা বলবেনা,

তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হতে পারে। বরং তোমরা স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে।

আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, জাহেলী যুগের মত নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে।" (সূরা আহযাব ৩২-৩৩ আয়াত)

দ্বিতীয়ত :

পোশাক ঢিলেঢালা ও স্বাভাবিক কাপড়ের হবে :

ইসলামী হেজাব বা পর্দার ১ম দিক যে, তা মেয়েদের সর্বাঙ্গ আবৃত করে রাখে, যা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। মুসলিম মহিলার পোষাকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট যে, তা ঢিলেঢালা ও স্বাভাবিক কাপড়ের হবে, পাতলা বা আঁটসাট পোষাক পরিধান মহিলাদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বা হারাম। রাসূলুলাহ (২) বলেছেন:

رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة

"দুনিয়ার অনেক সুবসনা সজ্জিতা নারী আখেরাতে বসনহীনা (বলে বিবেচিত) হবে।" (সহীহ বোখারী, মুয়াত্তা, তিরমিযি।)

তিনি আরো বলেছেন:

َصنفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّار لم أرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُون

بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءً كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاتٌ مَاتِلاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لا يَدْخُلْنَ

الْجَنَّة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. "দুইশ্রেণীর দোজখবাসীকে আমি দেখিনি। (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে সমাজে

এদের দেখা যাবে।)

এক শ্রেণী হল ঐ সকল পুরুষ যারা সমাজে দাপট দেখিয়ে চলে, তাদের হাতে থাকে বাঁকানো লাঠি বা আঘাত করার মত হাতিয়ার, যা দিয়ে তারা মানুষদেরকে মারধোর করে বা কষ্ট দেয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দোজখবাসী হল ঐ সকল নারী যারা পোষাক পরিহিতা হয়েও উলঙ্গ, যারা পথচ্যুত এবং অন্যদেরকে পথচ্যুত করবে, এদের মাথা হবে উটের পিঠের মত ঢং করে বাঁকানো, এরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, এমনকি জান্নাতের খশবুও তারা পাবে না, যদিও জান্নাতের খসবু অনেক অনেক দূর থেকেও পাওয়া যায়। (সহীহ মুসলিমমুসনাদে আহমদ)

এ হাদীসদ্বয়ের আলোকে একথা স্পষ্ট যে পাতলা বা আঁটসাট পোষাক পরিধান করা উলঙ্গতা ভিন্ন কিছুই নয়।

এখানে যেমন পর্দা পালনে অবহেলা করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে তেমনি মানুষদেরকে কষ্ট দেয়া জুলুম করা থেকে কঠিনভাবে সাবধান করা হেয়েছে। এদুটি আচরণ সমাজকে কলুষিত করে, মানব সমাজকে পাশবিকতায় ভরে তোলে, তাই এর জন্য রয়েছে কঠিনতম শাস্তি।

অবশেষে বলা যায়,

কোরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে বোঝা গেল ইসলাম নারীজাতিকে কতখানি অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে। নারীরা সন্তানরূপে কোন পরিবারে এলে বরকত ও আল্লাহর

নিয়ামত নিয়ে আসে,   নারীরা স্ত্রীর রূপে এলে স্বামীর জন্য সুখ নিয়ে আসে এবং নারীরা আম্মারূপে এলে সন্তানের জান্নাত নিয়ে আসে ।

একমাত্র ইসলামই মানব সমাজে নারীকে কন্যা, স্ত্রী ও মা হিসেবে পূর্ণ সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের নিশ্চয়তাই দান করেনি বরং তারও উর্ধ্বে তাকে সত্যিকার মানবিক মর্যাদায় ভূষিত করেছে। ইসলাম নারী মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি।

অন্যসব মত, পথ ও পন্থা নারীর মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে ব্যর্থ প্রমাণিত। নারী মুক্তির অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যে আদর্শ দেখিয়ে গেছেন তার কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে।

তবেই নারী পাবে সোনালী ভোরের স্নিগ্ধতাময় এক অনন্য জীবন।ইসলাম ধর্মই নারীদের বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে।

তথ্যসূত্র:

(১) 'মাসিক আত-তাহরীক' ওয়েবসাইট

(২) 'ইসলামের দৃষ্টিতে কন্যার মর্যাদা' বই

(৩) hadithbd ওয়েবসাইট

(৪) মাসিক আল-ইতিছাম ওয়েবসাইট

(৫) মুসলিম উম্মাহ ওয়েবসাইট

(৬) Islamonweb Bangla ওয়েবসাইট

(৭)হিউম্যান বিয়িং: শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব বই